জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – আক্টোবর ২০০৭/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ দিবস পালিত
* ব্যাপক হারে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনের মজুদ বাড়াতে হু'র লক্ষ্যমাত্রা
* পাকিস্তানে বোমা হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা পরিষদের তীব্র নিন্দা
* দরিদ্র দেশগুলোর উদ্বেগ সাধারণ পরিষদের মুল আলোচ্য বিষয়: সভাপতি
* বেনজির ভুট্টোর গাড়িবহরে হামলায় বান কি-মুনের শোক প্রকাশ
* 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াও' কর্মসুচিতে জাতিসংঘ কমী ও কূটনীতিবিদদের নেতৃত্বে বান কি-মুন

বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ দিবস পালিত

২৪ অক্টোবর– বিশ্বব্যাপী আজ জাতিসংঘ দিবস পালিত হচ্ছে। এ দিবসটি উপলক্ষে ইথিওপিয়ায় দুই হাজারের মতো বৃক্ষরোপন করা হয়। এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শপিং মলে আয়োজন করা হয় প্রদর্শনীর। আফগানিস্তানে শিক্ষাথী ফোরাম, নিউইয়র্ক ও জেনেভায় ধ্রুপদী গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৪৫ সালের এই দিনে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করে।

ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় জাতিসংঘের কমীরা একটি জাতীয় উদ্যানে দুই হাজারের বেশি গাছ লাগান। দিবসটি পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী পতাকা উত্তোলন উৎসবেরও আয়োজন করে।

আফগানিস্তানে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা জাতিসংঘের ভুমিকা বিষয়ক একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করে। মহাসচিবের উপ-বিশেষ প্রতিনিধি ক্রিস্টোফার আলেকজান্ডার এতে অংশ নেন।

ব্যাংককে জাতিসংঘের ২২টি সংগঠন ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রে নগরীর বৃহৎ শপিং মল সেন্ট্রাল ওয়ার্ল্ডে দ্বিপক্ষীয় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এতে জাতিসংঘ কিভাবে এ অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রা উন্নয়নের চেষ্টা করছে তার বিভিন্ন উপায় দেখানো হয়। তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর সময় গানের আসর ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত পৃথক এক অনুষ্ঠানে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সুরায়ুধ চুলানন্ত বলেন, বিশ্বে জাতিসংঘের প্রকৃত অবস্থান ধরে রাখার জন্য এর চলমান সংস্কার অত্যাবশ্যকীয়। তিনি বলেন, 'তবে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে একত্রে কাজ করতে হবে। নিয়মিত বা দরকার হলে যাতে জতিসংঘ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে সেজন্য একে ক্ষমতায়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে।'

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় জাতিসংঘ ইনফরমেশন সার্ভিস (ইউএনআইএস) একটি শিক্ষাথী ফোরামের আয়োজন করে। এতে অস্ট্রিয়া ও স্লোভাকিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ জন শিক্ষাথী অংশ নেয়।

জেনেভা ও নিউইয়র্কে আজ রাতে আয়োজন করা হয়েছে ধ্রুপদী গানের আসরের। জেনেভার ভিক্টোরিয়া হলে গান পরিবেশন করেন লুইগি চেরুচিনি ও মরিস রাভেল। অন্যদিকে নিউইয়র্কের জেনারেল অ্যাসেম্বলি হলে অনুষ্ঠান করে সিউল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা।

নিউইয়র্কের গানের অনুষ্ঠানে সাধারণ পরিষদের সভাপতি সারজান করিম বলেন, 'এই যে গান হচ্ছে তাতে ভার্দি, পুচিনি ও ব্রাহ্মদের

কাজ অন্তর্ভুক্ত। এটি মনে করিয়ে দেয় যে জাতিসংঘকে অবশ্যই বিভিন্ন দেশের সামনে আসা আমাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা সংরক্ষণ করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'এ দিবসের বাস্তবতা হচ্ছে এটি উপলব্ধি করা যে, জাতিসংঘকে অবশ্যই প্রজ্ঞা, সংহতি ও ন্যায় বিচারের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পরিচালিত হতে হবে। আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য কাজ করছি এবং আমাদের উত্তরাধিকারদের জন্য আমাদের মনোযোগী হতে হবে।'

মহাসচিব হিসেবে জাতিসংঘ দিবসে তার প্রথম বার্তায় বান কি-মুন বলেন, বিশ্ব জাতিসংঘের প্রতি সমর্থন দিয়ে গেলেও এ বিশ্বসংস্থাকে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার বিষয়ক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এর সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

বান কি-মুন তার বার্তায় বলেন, 'ও সরকার উপলব্ধি করতে পারছে যে আমাদের পরস্পর নির্ভরশীল ও বিশ্বায়নের এই বিশ্বে বহু-পাক্ষিকতাই একমাত্র পথ। বিশ্ব সমস্যায় বিশ্ব সমাধান দরকার। একা এ কাজ করতে যাওয়া কার্যকর নয়।'

তিনি বলেন, জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন,'আজ আমরা যে কাজ করছি ভবিষ্যতে তার ফলাফলের ওপরই আমাদের বিবেচনা করা হবে।'

পৃথক বার্তায় মহাসচিবের পূর্ব-তিমুর বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি অতুল খের বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মোতায়েন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সুনাম ছোট দেশে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে।

অতুল খের বলেন, 'জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলো আমাদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা পালনে আমরা প্রতিশ্রুতিবব্ধ। এগুলো হচ্ছে- শান্তি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্য সেবা এবং সকলের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।'

মিয়ানমারে জাতিসংঘের প্রতিনিধিদল এক বিবৃতিতে জানায়, এ দিনটিকে উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা ও সকলের মর্যাদা নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরার সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত। এতে বলা হয়, সবাই এসব অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়, 'মিয়ানমারে জ্বালানি তেলের আকস্মিক মুল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে গত ১৫ আগস্ট শান্তিপুর্ণ বিক্ষোভ হয়। এতে এখানকার অনেক মানুষের অনেক আকাঙ্ক্ষা পুরণ না হওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।'

নেপালে মহাসচিবের উপ বিশেষ দুত ট্যামরাট স্যামুয়েল বলেন, এখানে জাতিসংঘ দিবসটি ব্যবহার হওয়া উচিত শান্তি ও উন্নয়নকে সামনে রেখে এ বছর আমাদের কি করা উচিত তা তুলে ধরার মধ্যে। সুদানে চলতি বছরের মুল বিষয় জাতিসংঘ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটি টেলিভিশন বিতর্কের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে কেনিয়ায় একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেনিয়ায় এ বছর 'জাতিসংঘ ব্যক্তিত্ব' হিসেবে কেনিয়া রেড ক্রস সোসাইটির মহাসচিব আব্বাস গুলেতকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের তথ্য কেন্দ্রগুলো (ইউএনআইসি) তাদের নিজস্ব কর্মসুচির আয়োজন করে। এর মধ্যে রয়েছে-বাহরাইনে তরুণ চিত্রশিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী এবং চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগে জাতিসংঘ বর্ণমালা প্রদর্শনী। প্রাগে স্কুল শিক্ষাথীদের অংশগ্রহণে ছোট গল্প, রচনা, চিত্রাংকন, ছবি ও অন্যান্য শিল্পকলার আয়োজন করা হয়। এইডস্ ও নির্ভেজাল বাণিজ্য থেকে শুরু করে ভুমি মাইন, শরণাথী ও জলবায়ু পরিবর্তন পর্যন্ত ইংরেজি এ থেকে জেড বর্ণমালার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এগুলোর আয়োজন করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার শিশুরা জাতিসংঘের কর্মকান্ড নিয়ে আয়োজিত একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাদেরকে জাতিসংঘের কাজের ওপর নির্মিত একটি অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র দেখানো হয়। অন্যদিকে টোগোতে আগ্নেয়াস্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংসের প্রতীকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিকে আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, বুরকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, মিশর, ফ্রান্স, জার্মানি, ঘানা,

গ্রিস, ভারত, ইরান, ইতালি, জাপান, কাজাখস্তান, মেক্সিকো, মরোক্কো, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ড, পেরু, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, রোমানিয়া, রাশিয়া, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, তাঞ্জানিয়া, তুরস্ক, যক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন ও জিম্বাবুয়েতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৯৪৮ সাল থেকে প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয়। চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী অধিকাংশ দেশ সনদটি অনুস্বাক্ষর করার ঠিক তিন বছর পর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭১ সালে সাধারণ পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে এ দিনটি সরকারি ছুটি রাখার সুপারিশ সংবলিত একটি প্রস্তাব পাস করে।

ব্যাপক হারে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনের মজুদ বাড়াতে হু'র লক্ষ্যমাত্রা

২৩ অক্টোবর- বিশ্বব্যাপী মহামারী আকার ধারণ করার আশঙ্কায় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনের সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা এ বছর বেড়ে গেছে। তবে চিকিৎসা সংশি-ষ্ট কর্মকর্তাদের ঢিলেঢালা ভাব না দেখিয়ে মহামারীর প্রস্তুতি হিসেবে তাদের কর্মকান্ড আরও বাড়াতে হবে। জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আজ এ হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, ২০১০ সাল নাগাদ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৪৫০ কোটি টিকা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জেনেভায় হুর সদর দপ্তর থেকে প্রকাশ করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।

অন্যদিকে, হু ও টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এ বছর প্রথমদিকে মানসম্মত প্রযুক্তির সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে এইচ৫এন১, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার (বার্ড ফ্লু) ১০ কোটি টিকা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিন উৎপাদনের দক্ষতা দুই-ই বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে হু স্বাগত জানিয়েছে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তিনটি মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন উৎপাদনে ৫৬ কোটি ৫০ লাখ ডোজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। গত বছর উৎপাদিত হয়েছিল মাত্রা ৩৫ কোটি ডোজ।

নতুন ভ্যাকসিনের প্রতিটি ডোজে কম অ্যান্টিজেন দরকার হয়। এ কারণে এর উৎপাদন বাড়ানো সহজ হয়েছে। অ্যান্টিজেন ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

হু'র ভ্যাকসিন গবেষণা কার্যক্রমের পরিচালক মেরি পল কিয়েনি বলেন, 'ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর বিপরীতে আমরা আরও ভালো অবস্থানে যাওয়া শুরু করেছি। তবে এটি উলে-খযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখনো তা ৬৭০ কোটি টিকা উৎপাদন থেকে অনেক দুরে। পুরো বিশ্বকে ছয় মাস ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে রক্ষা করতে ওই পরিমাণ টিকা দরকার।'

সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে ড. কিয়েনি রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তার ভিত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান।

পাকিস্তানে বোমা হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা পরিষদের তীব্র নিন্দা

২২ অক্টোবর- পাকিস্তানের করাচিতে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর গাড়িবহর লক্ষ্য করে গত বৃহস্পতিবারের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ আজ বলেছে, 'সন্ত্রাসবাদের ঘৃণ্য এ কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।'

পরিষদের এ মাসের সভাপতি ঘানার রাষ্ট্রদুত লেসলি কে ক্রিশ্চিয়ান সভাপতির বিবৃতি পড়ে শোনান। এতে পরিষদ মহাসচিব বান কি-মুনের বক্তব্যের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে। মহাসচিব গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ওই হামলার নিন্দা জানান।

পরিষদ আজ সন্ত্রাসবাদের ঘৃণ্য এ ঘটনার পরিকল্পনাকারী, সংগঠক, অর্থদাতা ও সহযোগিতাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর

ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বেনজির ভুট্টো বেশ কয়েক বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে পাকিস্তানে ফেরার পর পরই এ হামলা হয়।

১৫ সদস্যের এ পরিষদটি বিবৃতিতে বলে, 'নিরাপত্তা পরিষদ সন্ত্রাসবাদের ঘৃণ্য এ হামলার শিকার ব্যক্তি ও তাদের পরিবার পরিজন এবং পাকিস্তানের জনগণ ও সরকারের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও শোক প্রকাশ করছে।'

পরিষদ তাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা তুলে ধরে বলে, 'সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি বড় ধরনের হুমকি। যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অপরাধে সামিল এবং অসমর্থনযোগ্য, সেটা যখন, যেখানেই হোক না কেন, বা যে কারো দ্বারাই সংঘঠিত হোক।'

দরিদ্র দেশগুলোর উদ্বেগ সাধারণ পরিষদের মুল আলোচ্য বিষয়: সভাপতি

১৯ অক্টোবর- সাধারণ পরিষদের সভাপতি সারজন করিম আজ বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দারিদ্র্যবিরোধী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিশ্বের গরিব দেশগুলোর উদ্বেগ চলতি অধিবেশনের মুল আলোচ্য বিষয়।

নিউইয়র্কে স্বল্পোন্নত দেশ, কৃষি প্রধান উন্নয়নশীল দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে সারজন করিম বলেন, পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ উভয়ই সাধারণ পরিষদের বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়। সাধারণ পরিষদের প্রায় অর্ধেক সদস্য রাষ্ট্রের তিনটি গোষ্ঠী এখানে প্রতিনিধিত্ব করছে। তারা অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।'

সারজন করিম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী বছরের প্রথমদিকে তিনি একটি বিষয়ভিত্তিক প্যানেল গঠন করবেন। তিনি বলেন, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের মুল বিষয় এসব সমস্যার সামাধান। ২০১৫ সাল নাগাদ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দুর করার জন্য এ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

পরিষদের সভাপতি বলেন, '২০১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রার মাঝামাঝি এসে এমডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে প্রচেষ্টা ও সম্পদের পুনঃঅঙ্গীকার এবং জরুরি সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এটি দরকার।'

স্বচ্ছতার সঙ্গে ও ব্যাপকভাবে এসব বিষয় মোকাবিলার অঙ্গীকার করে তিনি বিভিন্ন দেশকে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার নতুন পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এটি অর্থপুর্ণ ও উলে-খযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

বেনজির ভুট্টোর গাড়িবহরে হামলায় বান কি-মুনের শোক প্রকাশ

১৮ অক্টোবর- মহাসচিব বান কি-মুন আজ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর গাড়িবহরে বোমা হামলার কথা জানার পর শোক প্রকাশ করেছেন। করাচিতে সংঘটিত ওই হামলায় শতাধিক নিহত ও বহু লোক আহত হয়।

মুখপাত্রের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, বান কি-মুন 'এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং হামলার শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন'।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'জাতীয় ঐক্য জোরদার করতে সব রাজনৈতিক দল একত্রে কাজ করবে বলে তার বিশ্বাস।'

'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াও' কর্মসুচিতে জাতিসংঘ কর্মী ও কুটনীতিবিদদের নেতৃত্বে বান কি-মুন

১৭ অক্টোবর- বিশ্বের কয়েক লাখ লোক আজ 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপের ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছেন। এদের সঙ্গে অংশ নিয়ে মহাসচিব বান কি মুন ২০১৫ সালের মধ্যে অভাব, ক্ষুধা, রোগব্যধি ও নিরক্ষরতা দুরীকরণে বৃহত্তর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

বান কি-মুনের নেতৃত্বে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তর কমপে-ক্সের বাগানে এক অনুষ্ঠানে নয়শ'র বেশি কূটনীতিক ও জাতিসংঘ কর্মী অংশ নেয়।

বান কি-মুন বলেন, 'আজ লাখ লাখ লোক সোচ্চার হয়েছে। তারা তাদের নেতাদের প্রতিশ্রুতি রাখার আহ্বান জানিয়ে বার্তা পাঠাচ্ছে বা আবেদনে স্বাক্ষর করছে। তারা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি) স্বপক্ষে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের সরকারের পাশাপাশি নাগরিকদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। ২০১৫ সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা দুর করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হচ্ছে এমডিজি।

তিনি বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি বাস্তবায়ন দৌড়ের মাঝামাঝি বিশ্বের অবস্থা এখন মিশ্রিত। বিশেষ করে সাব সাহারার আফ্রিকাসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চল এখনো লক্ষ্য অর্জনের পথে আসেনি। তিনি প্রচেষ্টা তিনগুণ করা এবং ধনী ও গরিব দেশের মধ্যে উন্নয়নের জন্য প্রকৃত অংশীদারিত্ব তৈরির আহ্বান জানান।

বান কি-মুন বলেন, 'আমাদের সবাইকে দাঁড়াতে দিন। আমাদেরকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখাতে দিন। কেননা দারিদ্র্য চিরতরে দুর করার জন্য এটি প্রয়োজন।'

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দুরীকরণ দিবস উদযাপনের পাশাপাশি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাধারণ পরিষদের সভাপতি সারজন করিম বিশ্বের নারী, পুরুষ ও শিশুদের অঙ্গীকারের সুপারিশ করেন। চরম দারিদ্র্যের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরের দৃষ্টি কাড়তে এরা ওই কর্মসূচির আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক এ দিবস উপলক্ষে এক বিবৃতিতে সারজন করিম সাধারণ পরিষদের বর্তমান অধিবেশনকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

সদর দপ্তরগুলো চরম দারিদ্র্যের শিকার লোকজনের বক্তব্য ও গানের আসরের আয়োজন করে। এ ছাড়া দারিদ্র্য দুরীকরণে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় জয়ী পাঁচ শিশুকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ১২ হাজারের বেশি শিশু এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং ছয় বিজয়ীর নকশা ২০০৮ সালে জাতিসংঘ ডাকটিকিট হিসেবে ছাড়া হবে।

'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াও এবং কথা বলো' শীর্ষক প্রচারাভিযানের অংশ ছিল আজকের কর্মসূচি। সারা দিন ধরে বিশ্বের মানুষ সশরীরে বা প্রতিকী হিসেবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বিভিন্ন সংগঠন ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যৌথভাবে জাতিসংঘের আন্তঃসংস্থার পদক্ষেপ হিসেবে মিলেনিয়াম ক্যাম্পেইন এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

গত বছরের অনুষ্ঠানে ২ কোটি ৩০ লাখ লোক জড়ো হয়েছিল। এটি তখন গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান করে নেয়। এবারের আয়োজন গত বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

** ** **